তারিখ ... 29 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ......

যুগান্তর

রাবি অধ্যাপক হত্যা : শিবির নেতা রিমান্ডে

আল্লাহু আকবর স্লোগান দিয়ে পালিয়ে যায় খুনিরা

রাজশাহী ব্যুরো ও রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. এএফএম রেজাউল করিম সিদ্দিকীকে হত্যা মিশনে অংশ নেয় তিনজন। এর মধ্যে একজন মোটরসাইকেল নিয়ে ঘটনাস্থলের পাশেই অপেক্ষা করছিল। ড. রেজাউলের মৃত্যু নিশ্চিত করে অপর দু'জন ওই মোটরসাইকেলে চড়ে পালিয়ে যায়। এ সময় 'আল্লাহু আকবর' স্লোগানও দেয় তারা। বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে রাজশাহী মহানগর পুলিশ কমিশনার মো. শামসুদ্দিন এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, ড. রেজাউল করিম হত্যাকাণ্ডে পারিবারিক বিরোধ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কারও সঙ্গে দ্বন্দ্ব কিংবা বাগমারায় গানের স্কুল খোলা নিয়ে কারও সঙ্গে কোনো বিরোধ ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি বলেন, ঘটনাস্থলের পাশেই পুলিশের বসানো সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল। ওই ক্যামেরায় ধরা পড়া ফুটেজে বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেল যাতায়াত করতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আরোহীদের চেহারা অস্পষ্ট। এ কারণে খুনিদের সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা এখনও পাওয়া যায়নি। তবে হত্যার পরই তিন ব্যক্তি একটি মোটরসাইকেলে চড়ে নগরীর আমচত্বরের দিকে পালিয়ে গেছে বলে অনেকটাই নিশ্চিত হওয়া গেছে।

এদিকে এ মামলায় ছাত্রশিবিরের নেতা হাফিজুর রহমানকে চার দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। আটক অপর দু'জনের রিমান্ডের শুনানি হবে আগামী সোমবার। এর আগে বুধবার দুপুরে রাজশাহী মহানগর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-১-এ হাজির করে পুলিশ তাদের প্রত্যেককে সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন করে। আদালত আসামি হাফিজের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। তবে অপর দু'জনের রিমান্ড শুনানি হয়নি। শিবির নেতা হাফিজুর রহমান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ও রাজশাহী মহানগরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ড শাখা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি। অপর দু'জন হলেন রাজশাহীর বাগমারা দরগামাড়িয়া গ্রামের মসজিদের ইমাম রায়হান আলী ও মতিহার থানার ললিতাহার এলাকার যুবক খায়রুল ইসলাম। এদিকে অধ্যাপক ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

আল্লাহু আকবর স্লোগান দিয়ে পালিয়ে যায়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ড. এএফএম রেজাউল, হত্যাকাণ্ডের ষষ্ঠ দিনে বৃহস্পতিবারও বিক্ষোভে উত্তাল ছিল ক্যাম্পাস। মামলার তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ার দৃশ্যমান অগ্রগতি না হওয়া পর্যন্ত মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণার দু'দিন পর আবারও মাঠে নেমেছে শিক্ষক সমিতি। টানা তিন দিনের কর্মসূচি এসেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে। নিষ্ক্রিয়তা ভেঙে জোরালোভাবে মাঠে এসেছে ছাত্রলীগ। ভিন্ন ভিন্ন ব্যানারে যুক্ত হচ্ছে বিভিন্ন বিভাগ ও সংগঠন।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় সিনেট ভবনের সামনে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। বিক্ষোভ মিছিল ও র‍্যালি নিয়ে ওই সমাবেশে যোগ দেন ফার্মেসি বিভাগ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, নাট্যকলা বিভাগ, সঙ্গীত বিভাগ, নৃ-বিজ্ঞান, ফাইন্যান্স বিভাগ, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। পরে সেখান থেকে মিছিল নিয়ে কলাভবনের সামনে 'মুকুল প্রতিবাদ ও সংহতি মঞ্চ'-এ গিয়ে মিলিত হন তারা। অধ্যাপক রেজাউলের ডাক নাম 'মুকুল'। সেই নামে বুধবার এ প্রতিবাদ মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। মঞ্চ থেকে বেলা ১১টায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

আন্দোলনে ফিরেছে শিক্ষক সমিতি : এদিকে শিক্ষক হত্যার বিচার দাবিতে দু'দিন স্থগিত রাখার পর আন্দোলনে ফিরেছে রাবি শিক্ষক সমিতি। এখন থেকে প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ক্লাস বর্জন করে এক ঘণ্টার অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন শিক্ষকরা। আগামী ৩ মে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বালন করবেন তারা। সোমবার ৭ দিনের আলটিমেটাম দিয়ে সব আন্দোলন স্থগিত করেছিল শিক্ষক সমিতি। তবে সমালোচনার মুখে আবার কর্মসূচিতে ফিরেছেন তারা।